মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ মার্চ ২০১৮

১ এপ্রিল ২০১৮

সূচীপত্র

বিশ্লেষণমূলক সারসংক্ষেপ ৪

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: মার্চ ২০১৮ ..... ৯

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ১০

বিরোধীদলীয় নেতার আটক পরিস্থিতি ১০

সভা-সমাবেশে বাধা ও গ্রেফতারের অভিযাগ ১১

আন্দোলনকারী অন্যান্য জোট ও সংগঠনঃ ১৩

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ১৫

জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন ঃ ১৭

স্থানীয় সরকার নির্বাচন ১৮

জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ২২

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ২২

মৃত্যুর ধরণ ২৩

গুম ২৩

নির্যাতন ২৫

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের অমানবিক আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব ২৭

কারাগারে মৃত্যু ২৮

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২৯

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২৯

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে ২৯

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ৩০

ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন ৩০

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ৩৩

শ্রমিকদের অধিকার ৩৩

আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ফরমাল সেক্টর) : ৩৩

অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ইনফরমাল সেক্টর)ঃ ৩৪

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩৪

নারীর প্রতি সহিংসতা ৩৫

বাল্যবিবাহ অব্যাহত ৩৬

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ ৩৬

ধর্ষণ ৩৬

যৌতুক সহিংসতা ৩৭

এসিড সহিংসতা ৩৭

বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয় ৩৭

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা ৪১

সুপারিশসমূহ ৪২

বিশ্লেষণমূলক সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের ইতিহাসে মার্চ মাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠির শোষণ, নির্যাতন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করার বিরুদ্ধে এদেশের মুক্তিকামি মানুষ স্বাধীনতার আকাংখায় সংগ্রাম গড়ে তোলে। ২৫ মার্চ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে গণহত্যা চালালে ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের নাগরিকরা (তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান) মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বর্বর সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পন করলে বাংলাদেশ মুক্ত হয়। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রাণ ও সম্ভ্রম দিয়েছিলেন। তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এখনও এদেশের মানুষ চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ভোটারবিহীন এবং প্রহসনমূলক নির্বাচন এবং পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো এদেশের মানুষকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। মতপ্রকাশের ও সভা-সমাবেশের অধিকার থেকে বিরোধীদল ও সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন। সরকার একটার পর একটা নিবর্তনমূলক আইন তৈরি করছে এবং তা ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীসহ অনেক মানুষ গুম, বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনের ব্যাপক শিকার হচ্ছেন। সরকার নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নস্যাৎ করে দেশে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ২০১৮ সালের মার্চ মাসেও গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের হত্যা এবং যথাযথ চিকিৎসার অভাবে কারাগারে মৃত্যুর অভিযোগ রয়েছে। *অধিকার* মনে করে, অকার্যকর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা কমে গেছে। এর ফলে মার্চেও গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত ছিল।

সরকার সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ ও আজ্ঞাবহ করেছে এবং বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ করে আইনের শাসনকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। সম্প্রতি ভারতের ডাটালিডস-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিশ্বের মোট ১১৩টি দেশের ওপর তথ্যভিত্তিক ইনফোগ্রাফ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এরমধ্যে আইনের শাসনের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১০২ নম্বরে। দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে নিচে আছে যে তিনটি দেশ তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ।[১] এছাড়া বার্টেলসম্যান স্টিফটাং নামে জার্মানির একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বের মধ্যে যে দেশগুলোতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান তার মধ্যে একটি বাংলাদেশ।[২] গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতামূলক সরকারের অভাবে দেশে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ১০ বছর শাসনামলে বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া

[১] Access to civil justice in Asian countries, http://globalnation.inquirer.net/164862/access-civil-justice-asian-countries

[২] Democracy under Pressure: Polarization and Repression Are Increasing Worldwide, https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/aktuelle-meldungen/2018/maerz/democracy-under-pressure-polarization-and-repression-are-increasing-worldwide/

গেছে। মূলত উন্নয়নের নামে বিদেশে টাকা পাচার[৩], শেয়ার মার্কেটে ধ্বস এবং ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক লুটপাটের[৪] অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। এরফলে বেশির ভাগ বেসরকারি ব্যাংকে নজিরবিহীন অর্থ সংকট চলছে।[৫] ব্যাংকিং সেক্টরে এই ব্যাপক লুটপাটের ফলে দেশের অর্থনীতিতে যে ধ্বস নেমেছে তার মধ্যেও ব্যাংকগুলোর পরিচালক ও চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষেত্রে চলছে অস্বচ্ছতা। একক ঋণের বৃহৎ কেলেঙ্কারি নিয়ে আলোচনায় থাকা রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংকে[৬] নতুন করে চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুর্নীতির এরকম ভয়াবহ অবস্থায় থাকার পরও দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় দ্রুত সাজা দেয়া ও আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কমিশনের অতিরিক্ত আগ্রহের ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে সংঘটিত কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের বিষয়টি নিয়ে দুদকের তেমন কোন কার্যকরি পদক্ষেপ না থাকার বিষয়টি নজরে আসায় হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মার্চ মাসে একটি রুল জারি করে।[৭]

মার্চ মাসেও বিরোধীদল দমনে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করেছে সরকার। শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের মধ্যে থেকে বা সভা-সমাবেশ থেকে ফেরার পথে তাঁদের গ্রেফতার করছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। গ্রেফতারের পর বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের দফায় দফায় রিমান্ডে নিয়ে তাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্যাতনের ফলে ঢাকায় জাকির হোসেন নামে একজন ছাত্রদল নেতার মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। বরিশাল শহরে ডিবিসি টিভির ক্যামেরাপারসন সুমন হাসানকে গোয়েন্দা পুলিশ আটক করে নিয়ে তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও বিরোধী দলের এক নেতাকে গ্রেফতার করতে না পেরে তাঁদের পারিবারিক অনুষ্ঠানেও হামলা করেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। সরকার পুলিশ এবং র‍্যাবকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে ব্যবহার

---

[৩] ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষনা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৭ হাজার পাঁচ শত পঁচাশি কোটি ডলার বা ৬ লক্ষ ৬ হাজার ৮ শত ৬৮ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে । এরমধ্যে ২০১৪ সালেই বাংলাদেশ থেকে ৯১১ কোটি ডলার প্রায় ৭২ হাজার ৮ শত ৭২ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে।প্যারাডাইস পেপার্সএর দ্বিতীয় তালিকায় বিতর্কিত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসেরসহ আরও ২০ বাংলাদেশীর নাম এসেছে। এদের সবাই অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের মাল্টায় অর্থ পাচার করেছে।

[৪] ২০১৪ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার নিজের নেতাকর্মীদের অনুকুলে অনেকগুলো ব্যাংকের লাইসেন্স দেয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ত করে । ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে দুর্নীতি চরম আকার ধারন করে।

[৫] ভংয়াবহ-পুঁজিসংকট বেসরকারি ব্যাংকে/ যুগান্তর ১৫ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/27643/

[৬] জনতা ব্যাংকের মোট মূলধন যেখানে ২ হাজার ৯৭৯ কোটি টাকা সেখানে তারা মোহাম্মদ ইউনুস (বাদল) নামে এক ব্যক্তির মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান এননটেক্স গ্রুপকে ৫ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা ঋণ ও ঋণসুবিধা দিয়েছে। মূলধনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দেয়ার সুযোগ আছে। অর্থাৎ এক গ্রাহক ৭৫০ কোটি টাকার বেশী ঋণ পেতে পারেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারাকাত এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালিন সময়ে এই অর্থ দেয়া হয়। এই সময় ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য ছিলেন সাবেক আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ নেতা বলরাম পোদ্দার, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সাবেক সহসম্পাদক নাগিবুল ইসলাম ওরফে দীপু, যুবলীগ নেতা আবু নাসের। ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকের পর্ষদ সদস্যদের উৎসাহই ছিল বেশী বলে জানা গেছে। ঋণ গ্রহীতা মোহাম্মদ ইউনুস (বাদল) একসময় বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের সামান্য কর্মচারী ছিলেন। আওয়ামী লীগের শাসনামলে তাঁর উত্থান হয় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ২২টি প্রতিষ্ঠানের মালিক হন।

[৭] এবি ব্যাংকের দুই কর্মকর্তার জামিন; দুদকের পদক্ষেপ কী জানতে চান হাইকোর্ট/ যুগান্তর ২ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/23043/

করার ফলে এইসব সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং ব্যাপক অপকর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। নির্যাতন ছাড়াও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে চাঁদা আদায় ও ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ছাড়াও সাধারণ নাগরিকরাও এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলো যেমন- ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা কর্মীরা প্রতিপক্ষ এবং সাধারণ নাগরিকদের উপর হামলা করেই চলেছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখল, অপহরণ, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য, সাধারণ নাগরিক ও নারীদের ওপর সহিংসতা, ধর্ষণ এবং যৌন হয়রানির মত ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে। ৭ মার্চ[৮] সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জনসভায় যোগ দিতে আসা আওয়ামী লীগ সমর্থকরা মিছিল থেকে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় চলাচলকারী নারীদের ওপর হামলা এবং যৌন হয়রানী করার অভিযোগ পাওয়া গেলেও এখনও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি পুলিশ।

এই বছরে ডিসেম্বর মাসে একাদশতম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকায় এই বছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বিরোধীদল দমনপীড়ন করে এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে একটি অসম নির্বাচনের মাঠ প্রস্তুত করছে বর্তমান সরকার। এই সময়ে অনুষ্ঠিত দুইটি জাতীয় সংসদ উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তার প্রার্থীর পক্ষে পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েছে এবং ভোট কেন্দ্র দখলসহ বিভিন্ন অনিয়ম করে জয়লাভ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অথচ এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন।

সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের চাপের মুখে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা সহ ৫টি ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই অনুযায়ী 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮'র খসড়া অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ধারাগুলো প্রস্তাবিত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে' অন্তর্ভুক্ত করায় এটি আরেকটি নিবর্তনমূলক আইনে পরিনত হতে যাচ্ছে। অনুমোদন পাওয়া আইনের খসড়ার ৩২ ধারায় সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মীদের ব্যাপক হয়রানি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফসেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা এই সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন।

[৮] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের আগে ৭ মার্চ তৎকালিন আওয়ামী লীগের নেতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান তৎকালিন রেসকোর্স ময়দানে ভাষন দেন।

মার্চ মাসেও শ্রমিকদের মানবাধিকার বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এই সময়ে গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাঁদের বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করতে যেয়ে পুলিশের হামলার শিকার হয়েছেন। নির্মাণ শ্রমিকরা প্রচণ্ড বৈষম্যের শিকার এবং অধিকার বঞ্চিত হচ্ছেন। নির্মাণ কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের অবস্থা আরো ভয়াবহ।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকের ওপর সরকারি পৃষ্টপোষকতায় হামলা অব্যাহত আছে। এই মাসে বাড়ি থেকে পরিবারসহ তুলে নিয়ে গিয়ে এক ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকের সম্পত্তি দখলের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজন আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

নারীদের প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। মার্চ মাসেও অনেক সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনায় সাজা মাত্র ৩% হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানা গেছে।[৯] এছাড়া ধর্ষণের মামলাও 'রাজনৈতিক বিবেচনায়' প্রত্যাহার করা হয়েছে। গত ৬ মার্চ ইউনিসেফ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সারা পৃথিবীতে বাল্যবিবাহ কমলেও বাংলাদেশে বেড়েছে।[১০] "বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭" এর বিশেষ ধারা বাল্য বিবাহে উৎসাহ দিয়ে চলেছে।

ভারত সরকার বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাস্তা-ঘাট ব্যবহার, পরিবেশ বিধ্বংসকারী প্রকল্পসহ বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন[১১] বিস্তার করে চলেছে। ভারত বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ, হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া বাংলাদেশের অপর সীমান্তবর্তী দেশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে (পূর্ববর্তী নাম আরাকান) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর মিয়ানমারের সেনাবাহিনীসহ স্থানীয় বৌদ্ধ চরমপন্থীদের সহিংস অভিযানে গণহত্যাসহ অসংখ্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, গণধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিকাণ্ড ও নির্বিচারে আটকের ঘটনা ঘটায়, জীবন বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে লাখে লাখে রোহিঙ্গা শরনার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে

---

[৯] প্রথম আলো ৮ মার্চ ২০১৮

[১০] বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বেড়েছে/ প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1445241/

[১১] ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে ধার্য মাশুলে) বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ভারত থেকে বেশী দামে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ। ২৫ বছর মেয়াদে এই বিদ্যুৎ কেনায় বাংলাদেশের ব্যয় হবে এক লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা। ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং ভিকটিমদের পক্ষে কাজ করে আসছে। ২০১৩ সাল থেকে প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৮ সালের মার্চ মাসের তথ্য উপাত্তসহ এই মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: মার্চ ২০১৮

১-৩১ মার্চ ২০১৮*						
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৮	৬	১৭	৪১
	গুলিতে নিহত		১	১	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১
	মোট		১৯	৭	১৮	৪৪
গুম			৬	১	৫	১২
কারাগারে মৃত্যু			৬	৫	৯	২০
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	১	০	৩
	বাংলাদেশী আহত		৩	৫	১	৯
	বাংলাদেশী অপহৃত		২	০	০	২
	মোট		৭	৬	১	১৪
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১২	৬	১	১৯
	লাঞ্ছিত		১	৩	৩	৭
	হুমকির সম্মুখীন		২	১	৩	৬
	মোট		১৫	১০	৭	৩২
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৯	৫	৯	২৩
	আহত		৬১৯	৪২৪	৩৩৪	১৩৭৭
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১০	১৩	১৩	৩৬
ধর্ষণ			৪৬	৭৮	৫৯	১৮৩
যৌন হয়রানীর শিকার			১৫	১৪	২৫	৫৪
এসিড সহিংসতা			২	১	৩	৬
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৫	৬	৮	১৯
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	১	১
		আহত	২০	০	৪০	৬০
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৯	১১	৭	২৭
		আহত	৮	৪	০	১২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)- এ গ্রেফতার **			২	১	০	৩

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার

বিরোধীদলীয় নেতার আটক পরিস্থিতি

১. বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায়[১২] গত ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানসহ ৫ জনকে দশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেয় বিশেষ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। ফেব্রুয়ারী মাসে রায় ঘোষণ হলেও বিচারক কর্তৃক রায় পুনঃসংশোধনের[১৩] পর এর সত্যায়িত কপি খালেদা জিয়ার আইনজীবিরা গত ১৯ ফেব্রুয়ারি হাতে পেলে [১৪] গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম এবং বিচারপতি সহিদুল করিমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে তাঁরা আপিল এবং জামিনের আবেদন করেন। আদালত নিম্ন আদালত থেকে নথিপত্র আসলে আদেশ দেয়া হবে বলে জানান।[১৫] এই আদেশের পরও বিচারক মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান সাক্ষীদের জবানবন্দি এবং অন্যান্য আদেশ সংক্রান্ত নিম্ন আদালতের ৫৩৭৩ পৃষ্ঠার নথিপত্র টাইপ সম্পন্ন করতে না পারায় নথিপত্র পাঠাতে বিলম্ব হয়। গত ১২ মার্চ হাইকোর্টে নথিপত্র পৌঁছেলে[১৬] আদালত খালেদা জিয়াকে চার মাসের জামিন দেয়। একই দিনে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে হাজিরা পরোয়ানা (প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট) জারি করেন কুমিল্লার আদালত-৫ এর জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম মুস্তাইন বিল্লাহ।[১৭] এরপর গত ১৩ মার্চ আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতে খালেদা জিয়ার জামিন স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ ও দুদক আবেদন করলে চেম্বার বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী জামিন আদেশ স্থগিত না করে তা আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন।[১৮] গত ১৮ মার্চ আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে এর শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং আদালত ১৯ মার্চ এক আদেশে খালেদা জিয়ার জামিনের স্থগিতাদেশ ৮ মে পর্যন্ত বর্ধিত করায় তিনি কারাগারে বন্দি থাকছেন।[১৯] কারাবন্দি হওয়ার পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ঢাকার দুটি, কুমিল্লার একটি এবং নড়াইলের একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।[২০] গত ২২ মার্চ খালেদা জিয়ার স্বাক্ষরযুক্ত ওকালতনামা সরবরাহ না করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন

---

[১২] ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষনা করেন বিশেষ আদালতের বিচারক ড. মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। এই মামলাটি ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুদক দায়ের করে। তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও ছয়টি দুর্নীতি বা চাঁদাবাজির মামলা করা হয়। এই মামলাগুলো আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালে হাইকোর্ট থেকে বাতিল বা খারিজ হয়ে যায় বা মামলার বাদী মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নেয়।

[১৩] ZIA ORPHANAGE CASE; Judge still correcting verdict/ নিউএজ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/34698/judge-still-correcting-verdict

[১৪] রায়ের কপি পেয়েছেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা/ নয়াদিগন্ত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/295409

[১৫] শুনানি শেষ, নথি পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত; খালেদার জামিনের সম্ভাবনা পেছাল/ প্রথম আলো ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

[১৬] জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলা; খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়ে আদেশ আজ/ যুগান্তর ১২ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/26515/

[১৭] জামিন পেলেও ছাড়া পাওয়া অনিশ্চিত/ প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৮

[১৮] জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলা; খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়ে আদেশ আজ /যুগান্তর ১৯ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/29174/

[১৯] জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা; খালেদা জিয়ার জামিন ৮ মে পর্যন্ত স্থগিত/ যুগান্তর ২০ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/29374/

[২০] আরও ৪ মামলায় গ্রেফতার খালেদা জিয়া: জামিন বিলম্বের আশঙ্কা/ যুগান্তর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/16981/

দায়ের করা হয়। এই প্রসঙ্গে খালেদা জিয়ার আইনজীবি কায়সার কামাল বলেন, খালেদা জিয়া জেলে যাওয়ার পর তাঁকে চারটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। অনেকবার চেষ্টা করেও কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় তাঁরা ওকালতনামায় খালেদা জিয়ার স্বাক্ষর নিতে পারেননি।[২১] খালেদা জিয়াকে সাজা দেয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে পুরানো মামলায় ওয়ারেন্ট জারি করাসহ জামিনে বিলম্ব হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ২০১৮ এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন থেকে প্রতিহিংসামূলকভাবে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সভা-সমাবেশে বাধা ও গ্রেফতারের অভিযাগ

বিরোধীদল [২২]ঃ

২. খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যাতে তাঁর অনুসারীরা কোন আন্দোলন না করতে পারে সেইজন্য ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই পুলিশ সারা দেশে বিএনপি এবং এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গণগ্রেফতার অভিযান চালায়। এই সময় বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়সহ কয়েক হাজার বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতার অভিযান এখনও চলছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে নতুন মামলার পাশাপশি পুরানো পেন্ডিং মামলায় গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে। প্রতিদিন যে পরিমাণ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হচ্ছে সেভাবে তাঁদের জামিন মিলছে না। নিম্ন আদালতে মামলার পরবর্তী তারিখ পড়তে দেরী হওয়ার ফলে উচ্চ আদালতে যাওয়ার প্রক্রিয়াও বিলম্বিত হচ্ছে।[২৩] এছাড়া গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের সঙ্গে অবমাননাকর আচরণ করার অভিযোগ রয়েছে আইন প্রয়োগকারীর সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে।

৩. গত ১২ মার্চ নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও সোনারগাঁ ফজলুল হক উইমেন্স কলেজের শিক্ষক মামুন মাহমুদকে একটি নাশকতার মামলায় নারায়ণগঞ্জ কারাগার থেকে হাতে হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে এবং কোমরে দড়ি বেঁধে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়।[২৪] খালেদা জিয়াকে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সাজা দেয়া হয়েছে এই অভিযোগ করে সারা দেশে বিএনপির নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ, গণস্বাক্ষর অভিযান, অনশন, মানববন্ধন, লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী পালন করার সময় পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা বহু জায়গায় তাঁদের বাধা, হামলা এবং গ্রেফতার করে তা পণ্ড করে দেয়। ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও তাদের জোটের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বিঘ্নে সারাদেশে একের পর এক জনসভা করছে এবং আসন্ন নির্বাচনের জন্য ভোট চাইছে। এভাবে সরকারি খরচে সভা-সমাবেশ করে ভোট চাওয়া যায় কিনা সেই বিষয়ে ব্যাপক প্রশ্ন রয়েছে।

---

[২১] খালেদা জিয়ার স্বাক্ষরিত ওকালতনামা চেয়ে রিট /যুগান্তর ২৩ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/30670/

[২২] বিরোধী দল বলতে ২০১৪ সালের ৫ ই জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচন বয়কটকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে বোঝায়। যেমন বিএনপি ও এর শরিক ২০ দলীয় জোট

[২৩] দেড় মাসে বিএনপির ৫০০০ নেতাকর্মী গ্রেফতার মুক্তি মিলছে না/ মানবজমিন ১০ মার্চ ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=108408

[২৪] না'গঞ্জ বিএনপির নেতাকর্মীদের ক্ষোভ: জেলা সম্পাদককে কোমড়ে রশি বেঁধে আদালতে হাজির/ যুগান্তর ১৪ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/27472/

অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি ও এর নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোকে সরকারের নির্দেশে পুলিশ জনসভার অনুমতি দিচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৫]

৪. ১০ মার্চ খুলনায় শহীদ হাদিস পার্কে বিএনপির জনসভার জায়গায় মহিলা আওয়ামী লীগ জনসভা করতে চাইলে শহীদ হাদিস পার্ক ও আশে পাশের এলাকায় সকাল ৬ টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত সব ধরনের সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ ।[২৬] ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১২ মার্চ জনসভা করার জন্য বিএনপি গত ২ মার্চ ঢাকা মহানগর পুলিশ ও গণপূর্ত অধিদফতরের কাছে চিঠি দেয়। কিন্তু তাদের জনসভা করার অনুমতি দেয়া হয়নি।[২৭] এর পর বিএনপি ২৯ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা করার জন্য ডিএমপির কাছে অনুমতি চায় এবং বিএনপি নেতৃবৃন্দ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশ্বাসের পরও তাঁদের সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখেও বিএনপি ডিএমপির কাছে সমাবেশ করার অনুমতি চেয়ে পায়নি।[২৮] কিছু নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল:

৫. খালেদা জিয়াকে সাজা দেয়ার প্রতিবাদে গত ১ মার্চ মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপি আয়োজিত লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায় এবং কঠোর নজরদারীর কারণে পণ্ড হয়ে যায়। এই দিন মানিকগঞ্জ গোয়েন্দা পুলিশ লিফলেট বিতরণ করার অভিযোগে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বিএনপি নেতা আতাউর রহমান আতাকে গ্রেফতার করে।[২৯] গত ৬ মার্চ একই দাবিতে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপির মানববন্ধন কর্মসূচি চলাকালে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে মহড়া দেয় এবং ফাঁকা গুলি চালিয়ে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিউল বারী বাবুকে আটক করে নিয়ে যায়।[৩০] গত ৮ মার্চ শফিউল বারী বাবুকে শাহবাগ থানায় দায়ের করা বিশেষ ক্ষমতা আইনের (নিবর্তনমূলক আইন) মামলায় আদালত ৭ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায়।[৩১] গত ৮ মার্চ খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপির শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে তা পণ্ড হয়ে যায়। এই সময় সাদা পোশাকের পুলিশ অবস্থান কর্মসূচীর মধ্যে থেকে ছাত্রদলের ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি এস এম মিজানুর রহমানসহ ৫ জনকে আটক করে নিয়ে যায়।[৩২]

---

[২৫] খালেদা জিয়ার মুক্তি আন্দোলন বিএনপির; জনসভার প্রস্তুতি থাকলেও এখনো অনুমতি মেলেনি/ যুগান্তর ৮ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/299849

[২৬] খুলনায় বিএনপির সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা/ মানবজমিন ১০ মার্চ ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=108409

[২৭] জনসভার অনুমতি পায়নি বিএনপি/ নয়াদিগন্ত ১২ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/300981

[২৮] সোহরাওয়ার্দীতে জনসভার অনুমতি পায়নি বিএনপি/ প্রথম আলো ১২ মার্চ ২০১৮

[২৯] মানিকগঞ্জ ও লালমনিরহাটে লিফলেট বিতরণে বাধা/ মানবজমিন ২ মার্চ ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=107119&cat=9/

[৩০] স্বেচ্ছাসেবক দল সভাপতি আটক; প্রেসক্লাবে হঠাৎ সাদা পোশাকে পুলিশের অস্ত্র প্রদর্শণে আতঙ্ক/ নয়াদিগন্ত ৭ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/299594

[৩১] শফিউল বারী বাবুর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি/ নয়াদিগন্ত ৮ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/299925

[৩২] ছাত্রদল নেতা রাজসহ আটক ৫; পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, বিএনপির কর্মসূচি পণ্ড/ যুগান্তর ৯ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/25519/

সাদা পোশাকের পুলিশ বিএনপির অবস্থান কর্মসূচীর মধ্যে থেকে ছাত্রদলের ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি এস এম মিজানুর রহমানকে আটক করে নিয়ে যায়। ছবিঃ নিউ এইজ ৯ মার্চ ২০১৮

স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারীকে ধরতে গোয়েন্দা পুলিশের অভিযান। ছবিঃ প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০১৮

শফিউল বারীকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ। ছবিঃ প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০১৮

আন্দোলনকারী অন্যান্য জোট ও সংগঠনঃ

৬. বিরোধীদল বিএনপি ছাড়াও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের মিছিল সমাবেশেও সরকার বাধা দিয়েছে এবং সমাবেশের আয়োজকদের পুলিশ উঠিয়ে থানায় নিয়ে সমাবেশ না করার জন্য হুমকি দিয়েছে। এই সময় পুরুষ পুলিশের হাতে নারী আন্দোলনকারীদের শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখা গেছে।

৭. গত ১০ মার্চ চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩৫ বছর করার দাবিতে চাকরিপ্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা ঢাকার শাহবাগে জড়ো হয়ে মিছিল করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকে যাওয়ার সময়

বাংলামোটর এলাকায় পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করলে নারীসহ বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী আহত হন।[৩৩]

বাংলামোটরে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩৫ করার দাবিতে আন্দোলনরত একজন নারীকে লাঞ্ছিত করছে পুলিশ। ছবিঃ প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৮

৮. দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকদের চাকুরি জাতীয়করণের দাবিতে গত ১৪ মার্চ শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠন ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করার জন্য মঞ্চ তৈরী করার সময় পুলিশ বাধা দেয়। এই সময় পুলিশের কর্মকর্তারা শিক্ষক নেতাদের সমাবেশ বন্ধ করতে বলে এবং শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ আসাদুল হককে তুলে শাহবাগ থানায় নিয়ে যেয়ে সমাবেশ না করার জন্য লিখিত মুচলেকা দেয়ার জন্য চাপ দেয়।[৩৪] অবশেষে পুলিশের বাধার মুখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনের মহসমাবেশ স্থগিত হয়ে যায়।[৩৫]

৯. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসসহ (বিসিএস) সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা সংস্কার করে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনাসহ পাঁচ দফা দাবিতে গত ১৪ মার্চ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ঘেরাও করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল নিয়ে হাইকোর্টের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান নেয়। এই সময় পুলিশ তাঁদের ওপর টিয়ার শেল ছুঁড়ে এবং লাঠিচার্জ করে কর্মসূচী পণ্ড করে দেয়। এই ঘটনায় ১৫ জন শিক্ষার্থী আহত হন এবং ৫০ জনকে আটক করে পুলিশ। পরবর্তীতে শিক্ষার্থী এবং চাকুরীপ্রার্থীদের

---

[৩৩] স্মারকলিপি দিতে গিয়ে পুলিশের লাঠিপেটার শিকার / প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৮

[৩৪] জাতীয়করণের দাবিতে বেসরকারি শিক্ষকেরা ঢাকামুখী/ নয়াদিগন্ত ১৪ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/301638

[৩৫] অবিরাম ধর্মঘট চলবে : ২০ মার্চ নতুন কর্মসূচি; পুলিশি বাধার মুখে শিক্ষক কর্মচারী সংগ্রাম কমিটির মহাসমাবেশ স্থগিত/ নয়াদিগন্ত ১৫ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/301916

আন্দোলনের মুখে এই দিন রাতেই আটককৃতদের ছেড়ে দেয় পুলিশ।[৩৬] এইদিনই পুলিশ বাদি হয়ে ৭০০ আন্দোলনকারীকে আসামী করে শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করে।[৩৭]

শিক্ষার্থী ও চাকুরীপ্রার্থীরা কোটা সংস্কারের দাবীতে হাইকোর্টের সামনে সড়ক অবরোধ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর টিয়ার শেল ছুঁড়ে এবং লাঠিচার্জ করে। ছবিঃ নিউএইজ ১৫ মার্চ ২০১৮

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন

১০. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৯ জন নিহত ও ৩৩৪ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৮টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪ জন নিহত ও ২৬৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

১১. ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলো ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের দুর্বৃত্তায়নে জড়িত এবং মার্চ মাসেও তা অব্যাহত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখল, অপহরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সহিংসতা, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য, সাধারণ নাগরিক ও নারীদের ওপর সহিংসতা এবং যৌন হয়রানির মত ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তারা ক্ষুদ্রস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দলীয়

[৩৬] কোটা সংস্কার আন্দোলন;পুলিশের লাঠিচার্জ টিয়ার শেল,ধরপাকড়/ মানবজমিন ১৫ মার্চ ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=109090&cat=2/

[৩৭] কোটা সংস্কার দাবি;৭০০ আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে মামলা/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৭ মার্চ ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2018/03/17/314731

অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে হতাহতের ঘটনা ঘটাচ্ছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। কয়েকটি ঘটনায় অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হলেও তাদের অনেকেই আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে।[৩৮] এরকম অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নিচে তিনটি ঘটনা দেয়া হলোঃ

১২. গত ৭ মার্চ[৩৯] সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এক জনসভার আয়োজন করে। জনসভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ঢাকা ও এর আশে পাশের এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে আসে । এই সমস্ত মিছিল থেকে নগরীর বাংলামোটর, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, কাকরাইল, খামারবাড়ি ও কলাবাগান এলাকায় রাস্তায় চলাচলকারী নারীদের ওপর হামলা করে তাঁদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলাসহ তাঁদের ওপর ওপর যৌন হয়রানী করা হয়। বেশ কিছু নারী তাঁদের ওপর হামলা ও যৌন হয়রানীর বিষয়টি ফেসবুকে পোস্ট করে জানিয়ে দেন।[৪০] এরমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক শিক্ষার্থী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন কাওরান বাজার মোড়ে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে,সমাবেশের প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিলকারীরা তাঁর শরীরে হাত দেয় এবং গালিগালাজ করে। একটু দূরেই পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারা বিষয়টি দেখেও এগিয়ে আসেনি।[৪১] নগরীর বাংলামোটর এলাকায় যৌন হয়রানির শিকার এক ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে রমনা থানায় অজ্ঞাত ১৫-২০ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেছেন।[৪২] সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পুলিশের হাতে থাকলেও অভিযুক্তদের এখনও গ্রেফতার করেনি পুলিশ। গত ৯ মার্চ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এই ঘটনা সর্ম্পকে বলেন, 'সমাবেশের বাইরের ঘটনার দায় দলের নয়। এর দায় সরকারের '।[৪৩]

১৩. মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সেলিম মোল্লা তাঁর ছেলে উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজিবুল হাসান রাজিবসহ আরো কিছু আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একটি অপহরণ চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। এই চক্রটি ঢাকা ও আশেপাশের এলাকা থেকে লোকজনকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে মারপিট করে স্বজনদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়। গত ৯ মার্চ এই চক্রটি ঢাকার ফার্মগেট এলাকা থেকে মোহাম্মদ জাফর ইকবাল এবং মোহাম্মদ মিরাজ গাজী নামে দুই ব্যবসায়ীকে মাইক্রেবাসে তুলে নিয়ে যায় এবং তাঁদের স্বজনদের কাছে টাকা চাইলে জাফর ইকবালের বোন তাঁর ভাইকে ছাড়িয়ে আনতে এই দিন রাতেই মানিকগঞ্জ গিয়ে এই চক্রকে ২ লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা দিয়ে আসেন। চক্রটি মিরাজ গাজীর স্বজনদের টাকা পাঠানোর জন্য একটি অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেয়, যার সুত্র ধরেই র‍্যাব-২ অভিযান চালিয়ে সেলিম

---

[৩৮] আবু বকরকে কেউ খুন করেনি!/প্রথম আলো ২৬ জানুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/১৪১৭৪৫৬/

[৩৯] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের আগে ৭ মার্চ তৎকালিন আওয়ামী লীগের নেতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান তৎকালিন রেসকোর্স ময়দানে ভাষন দেন।

[৪০] মিছিল থেকে হয়রানির অভিযোগ/ প্রথম আলো ৮ মার্চ ২০১৮/ সিরিজ শ্লীলতাহানির ঘটনায় তোলপাড়/ মানবজমিন ৯ মার্চ ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=108263

[৪১] মিছিল থেকে হয়রানির অভিযোগ/ প্রথম আলো ৮ মার্চ ২০১৮

[৪২] সমাবেশের মিছিল থেকে যৌন হয়রানি নিয়ে তোলপাড়/ নয়াদিগন্ত ১০ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/300429

[৪৩] দলের দায় নেই সরকারের আছে/ মানবজমিন ৯ মার্চ ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=108262

মোল্লা ও তাঁর ছেলে রাজিবুল হাসান, উপজেলা আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মোশারফ এবং যুবলীগ কর্মী মোহাম্মদ নিরবসহ ১০ জনকে গ্রেফতার করে। র‍্যাব সদস্যরা সেলিম মোল্লার বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে ছয়টি পিস্তল, ৩৬ রাউন্ড গুলি, নয়টি ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র এবং নগদ ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা উদ্ধার করেন এবং একটি কক্ষ থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অপহৃত দুই ব্যবসায়ী জাফর ইকবাল ও মিরাজকে উদ্ধার করা হয়।[৪৪]

১৪. গত ২০ মার্চ আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আবু সাইদ আকন্দ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম সবুজের অনুসারীদের সঙ্গে সহ-সভাপতি তারিকুল ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হলে এস এম আবদুল্লাহ রনি নামে এক শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হন। [৪৫]

জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন ঃ

১৫. গত ১৩ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১[৪৬] (নাসিরনগর) এবং গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ)[৪৭] এর উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের দ্বারা কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, প্রকাশ্যে সিল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়ার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং গাইবান্ধা-১ এর আসনে নির্বাচন ছিল প্রায় ভোটারবিহীন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনে ভোট শুরু হওয়ার আগে থেকেই শতাধিক বহিরাগত আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান নেয়। ভোট শুরু হওয়ার পর তারা প্রতিপক্ষ জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-এর প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে প্রকাশ্যে নৌকা মার্কায় সিল মারে। এই সময় ক্ষমতাসীনদলের কর্মী-সমর্থকদের অনেকের গলায় নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের কার্ড ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। এই সময় পুলিশসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা গেছে।[৪৮] বেলা ১০ টার পর নাসিরনগর উপজেলার কুন্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনিত প্রার্থী বি এম ফরহাদ হোসেনের সমর্থকরা প্রশাসনের সহায়তায় জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-এর প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টদের বের করে প্রকাশ্যে নৌকায় সিল মারে।[৪৯] মোট ৭৪ টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৫ টিতে কোন ভোটার দেখা না গেলেও ভোটকেন্দ্রের ব্যালটবক্সগুলো ব্যালটে ভরা ছিল। এই ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রিজাইডিং অফিসার বলেন, কিভাবে এত ভোট সংগ্রহ হয়েছে বিষয়টি তাঁদের কাছেই অবাক লাগছে।[৫০] ভোটগ্রহণের সময় আশুতোষ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে কর্তব্যরত সাংবাদিক যমুনা টেলিভিশনের

---

[৪৪] আওয়ামী নেতার অপহরণ চক্র/ প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1449421/

[৪৫] শাবি ছাত্রলীগের দুই পক্ষে গোলাগুলি, বহিষ্কার ১৪/বাংলাদেশ প্রতিদিন ২২ মার্চ ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2018/03/22/316016

[৪৬] ২০১৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) আসনের সংসদ সদস্য ছায়েদুল হক মারা গেলে আসনটি শূন্য হয়।

[৪৭] ২০১৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য গোলাম মোস্তফা আহমেদ মারা গেলে আসনটি শূন্য হয়।

[৪৮] সংসদ উপনির্বাচন; নাসিরনগরে আ'লীগ সুন্দরগঞ্জে জাতীয় পার্টি জয়ী/ যুগান্তর ১৪ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/27294/

[৪৯] কেন্দ্র দখল, কারচুপি, অনিয়ম ও জালভোটের মধ্য দিয়ে শেষ হলো নাসিরনগর উপনির্বাচন/ নয়াদিগন্ত ১৪ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/301602

[৫০] সুন্দরগঞ্জে জাপা ও নাসিরনগরে আ.লীগ প্রার্থীর জয়/ প্রথম আলো ১৪ মার্চ ২০১৮

সিলেট ব্যুরো প্রধান মাহবুবুর রহমান রিপন, যুগান্তরের আখাউরা প্রতিনিধি মহিউদ্দিন মিশু ও জাগো নিউজ ২৪ ডট কমের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ আজিজুল আলম সঞ্চয়ের ওপর স্থানীয় যুবলীগ নেতা শিবলী চৌধুরীর নেতৃত্বে ১০-১৫ জন ক্ষমতাসীনদলের কর্মী-সমর্থক হামলা চালায়। আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে বিজয়ী করতে দায়িত্বরত পুলিশও নৌকা প্রতীকে সিল মেরেছে বলে অভিযোগ করেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী রেজওয়ান আহমেদ। ভোট গ্রহণের শেষ পর্যায়ে রেজওয়ান আহমেদ এক সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন বর্জন করে ভোটের ফলাফল প্রত্যাখান করেন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বি এম ফরহাদ হোসেন বিজয়ী হয়েছেন বলে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও উপনির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ শফিকুর রহমান জানান। [৫১]

১৬. গাইবান্ধা-১ এর উপ-নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হলেও ভোটারদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। সকাল ৯ টায় রামদেব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে কোন ভোটার পাওয়া যায় নাই। কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার বলেন, 'এখানে মোট ভোটার পাঁচ হাজার তিনজন। সকালে মাত্র দুই-তিন জন ভোটার ভোট দিয়ে গেছেন'।[৫২] নির্বাচনে জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-এর মনোনীত প্রার্থী শামীম হায়দার পাটোয়ারী আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আফরোজা বারীকে পরাজিত করেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগে পরাজয় নিশ্চিত জেনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-এর মনোনীত প্রার্থী শামীম হায়দার পাটোয়ারীর তিনটি মাইক্রোবাস এবং সুন্দরগঞ্জ ফিলিং স্টেশন নামে একটি পেট্রোল পাম্প ভাংচুর করে।[৫৩]

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

১৭. গত ২৯ মার্চ ৪৬টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৪টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন এবং ১টি পৌরসভার মেয়র পদে, ৮ টি ইউপিতে চেয়ারম্যান পদে, ৬৪টি ইউপি ও ৬টি পৌরসভার বিভিন্ন পদে, ১টি উপজেলা পরিষদ ও চট্টগ্রাম ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের দুইটি ওয়ার্ডের উপনির্বাচন ও স্থগিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। [৫৪] এই নির্বাচনে অনেক এলাকায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই, জাল ভোট দেয়া ও সহিংস ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় টাঙ্গাইলে যুবদলের এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

১৮. টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার সাগরদীঘি ইউনিয়নে ভোটের দিন দিবাগত রাত আনুমানিক তিনটায় গুপ্তাবন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র দখল করে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী হেকমত সিকদারের সমর্থকরা ব্যালট পেপারে সিল মারতে থাকে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে বিরোধী দলের

---

[৫১] সংসদ উপনির্বাচন; নাসিরনগরে আ'লীগ সুন্দরগঞ্জে জাতীয় পার্টি জয়ী/ যুগান্তর ১৪ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/27294/

[৫২] সুন্দরগঞ্জে জাপা ও নাসিরনগরে আ.লীগ প্রার্থীর জয়/ প্রথম আলো ১৪ মার্চ ২০১৮

[৫৩] সুন্দরগঞ্জ উপনির্বাচন পরবর্তী হামলা ভাঙচুর আহত ৮/ নয়াদিগন্ত ১৫ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/301901

[৫৪] আজ ১২৯ ইউপি ও পৌরসভায় ভোট; মুখোমুখি নৌকা ধানের শীষ/ যুগান্তর ২৯ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/32571/

নেতাকর্মী ও এলাকাবাসী ভোটকেন্দ্র ঘেরাও করলে সরকার সমর্থকরা কেন্দ্রের ভেতর থেকে গুলি ছোড়ে। এরপর পুলিশও গুলি ছোঁড়ে। এই সময় যুবদল নেতা আবদুল মালেক গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। সহিংসতার পর নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রটিতে নির্বাচন স্থগিত করে।[৫৫] কুমিল্লা জেলার বরুড়ায় খোশবাস দক্ষিণ, শিলমুড়ি উত্তর ও শিলমুড়ি দক্ষিণ ইউনিয়নের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ভোট কেন্দ্র দখল, বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া, বিএনপি সমর্থক ও সাধারণ ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সব অভিযোগ এনে বিএনপি প্রার্থীরা নির্বাচন বর্জন করেছেন। শিলমুড়ি দক্ষিণ ইউনিয়নের বাঁশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আলী আহমেদ (৭৮), আবদুল মতিন (৬৫) ও জুলেখা বেগমসহ বেশ কয়েকজন ভোটার জানান, ভোট দিতে ভোট কেন্দ্রে গেলে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তারা তাঁদের জানান তাঁদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে। শিলমুড়ি উত্তর ইউনিয়নের জয়কামতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সকাল আনুমানিক ৯ টা ৫৫ মিনিটে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটালে ভোটাররা ভয়ে ভোটকেন্দ্র ছেড়ে চলে গেলে তারা নৌকা প্রতীকে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করে।[৫৬] সুনামগঞ্জ পৌরসভার মেয়র পদে উপ-নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কিছু কিছু কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাররা জানতে পারেন, তাঁদের ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে। নির্বাচন চলাকালে স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান গনিউল সালাদীন এবং বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দেওয়ান সাজাউর রাজা সুমন নির্বাচন বর্জন করেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান গনিউল সালাদীন অভিযোগ করেন, পৌরসভার ২৩ টি কেন্দ্রের মধ্যে বেশীরভাগ কেন্দ্র সরকারদলীয় লোকজন সকাল থেকে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় এবং পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সামনে নৌকায় সিল মারে। [৫৭] চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ৩৬ নম্বর গোসাইলডাঙ্গা ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পদে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলার প্রার্থী বিবি মরিয়ম ও অন্য প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় বিবি মরিয়মের সমর্থক চার যুবককে পিস্তল হাতে মহড়া দিতে দেখা যায়।[৫৮]

[৫৫] নির্বাচনী সহিংসতায় ঘাটাইলে যুবদল নেতা নিহত/ নয়াদিগন্ত ৩০ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/305986

[৫৬] সহিংস ভোট, ব্যালট ছিনতাই, নিহত ১/ মানবজমিন ৩০ মার্চ ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=111131

[৫৭] সংঘর্ষ-গুলি, জাল ভোট/ প্রথম আলো/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1460041/ ও নির্বাচনী সহিংসতায় ঘাটাইলে যুবদল নেতা নিহত/ নয়াদিগন্ত ৩০ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/305986

[৫৮] সংঘর্ষ-গুলি, জাল ভোট/ প্রথম আলো ৩০ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1460041/

কুমিল্লা শিলমুড়ি দক্ষিণ ইউনিয়নের একটি ভোটারবিহীন ভোটকেন্দ্র। ইনসেটে নৌকা প্রতীকে সিল দেয়া ব্যালট পেপার। ছবিঃ নয়াদিগন্ত ৩০ মার্চ ২০১৮

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের গোসাইলডাঙ্গা ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পদে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলার প্রার্থী বিবি মরিয়ম ও অন্য প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় বিবি মরিয়মের সমর্থক চার যুবককে পিস্তল হাতে মহড়া দিতে দেখা যায় । ছবিঃ প্রথম আলো ৩০ মার্চ ২০১৮

সুনামগঞ্জ পৌরসভা উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষ। ছবিঃ প্রথম আলো ৩০ মার্চ ২০১৮

১৯. বর্তমান সরকারের আমলে নির্বাচন ব্যবস্থায় যে ধরনের দুর্বৃত্তায়ন ঘটানো হয়েছে তাতে সম্পূর্ন নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিয়ে এই দুর্বৃত্তায়ন শুরু হলে এরপর থেকে কিছু নির্বাচন ছাড়া সবগুলো নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশে অতীতে[৫৯] নির্বাচনগুলো সাধারণতঃ উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতো এবং জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু ২০১১ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য জনগণের মতামত ছাড়া একতরফাভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে জনগণকে স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে ভোটার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু বিতর্কিত রকিব কমিশন এর বিদায়ের পরে কে এম নুরুল হুদার[৬০] নেতৃত্বে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় এবং বর্তমানে এই কমিশনও বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। কারণ এই কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ নির্বাচনই এর পূর্ববর্তী নির্বাচন কমিশন এর ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে

[৫৯] ১৯৯১ সাল থেকে এবং ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর তা বাতিল হওয়ার আগ পর্যন্ত ।

[৬০] ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে বিতর্কিত কাজী রকিবউদ্দিন নেতৃত্বাধীন রকিব কমিশনের[৬০] মেয়াদ শেষ হলে রাষ্ট্রপতি কে এম নুরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ পাঁচজন কমিশনার নিয়োগ দেন।

এবং নির্বাচনী অনিয়ম, দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে হুদা কমিশনও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

২০. গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা না থাকায় রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তির সুযোগে এবং দুর্বল ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার জন্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেই চলেছে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে, ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ৪৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। ভিকটিম পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করেছে। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবী জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে, ফলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি প্রবলভাবে বিরাজমান থেকেছে। গত ১৮ মার্চ প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শব্দটি একটি ভূল শব্দ উদ্ভাবন বলে দাবি করেন এবং বিচার অন্তর্ভুক্ত হত্যাকাণ্ড কোনটি জানতে চান।[৬১] জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ হচ্ছে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২[৬২] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৬[৬৩] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন।

২১. গত ১৭ মার্চ ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলায় পুলিশের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' কাজী মোহাম্মদ এমরান হোসেন সাইফুল (২৮) নামে এক যুবক নিহত এবং মোহাম্মদ ইউনুস (২০) ও এমদাদুল হক (২৬) নামে দুই যুবক আহত হয়েছেন। নিহত সাইফুলের চাচা কাজি শাহআলম জানান, ব্যবসাকে কেন্দ্র করে জিএমহাট এলাকার প্রভাবশালী খাজু, কামাল, আলমগীর, সালেহ আহম্মেদসহ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর ভাতিজা সাইফুলের বিরোধের জের ধরে তাদের মদতেই পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে সাইফুলকে গুলি করে হত্যা করে ঘটনাটিকে বন্দুকযুদ্ধ বলে প্রচার করছে।[৬৪] গত ১৭ মার্চ ফেনী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুলিবিদ্ধ ইউনুছ ও এমদাদ পুলিশের উপস্থিতিতে সাংবাদিকদের বলেন, ১৬ মার্চ রাত নয়টায় পাওনা টাকা আদায়ের জন্য তাঁরা সাইফুলের বাড়িতে যান। সেখান থেকে তাঁদের তিনজনকে পুলিশ ধরে থানায় নিয়ে যায় এবং গভীর রাতে থানা থেকে তাঁদের বেঁধে গাড়িতে তুলে এক জায়গায় নিয়ে

---

[৬১] বিশেষ সাক্ষাৎকার;'বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' একটি ভুল শব্দ/ প্রথম আলো ১৮ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/opinion/article/1452531/

[৬২] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৬৩] প্রত্যেক মানুষের বাঁচার সহজাত অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হবে। কোন ব্যক্তিকে খেয়াল-খুশিমত জীবন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

[৬৪] ফুলগাজীতে 'বন্দুকযুদ্ধে যুবক নিহত' পরিবারের দাবি তুলে নিয়ে হত্যা/ মানবজমিন ১৮ মার্চ ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=109541&cat=10/ এবং অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেনীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

গুলি করে।[৬৫] অন্যদিকে পুলিশের দাবি ১৬ মার্চ বিকেলে সাইফুলের নেতৃত্বে ১০-১২ জন দুর্বৃত্ত ফুলগাজীর জিএম হাট বাজারের পাশে 'জিএম হাট ব্রিকস' নামের একটি ইটভাটায় চাঁদাবাজি করতে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গেলে দুর্বৃত্তরা পুলিশের ওপর হামলা করে একজন এস আই ও একজন কনস্টেবলকে আহত করে। এই হামলার ঘটনায় একই দিন রাত দশটায় পাঠাননগর গ্রাম থেকে এই তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর এই দিন দিবাগত রাত চারটায় ওই তিনজনকে নিয়ে অন্য দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের একটি দল বের হলে জিএম হাট ইটভাটার কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছানোর পর দুর্বৃত্তরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে আত্মরক্ষার্থে পুলিশও গুলি ছুঁড়লে উভয়ের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে তিনজন গুলিবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় তাঁদেরকে ফেনী সদর হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসক সাইফুলকে মৃত ঘোষণা করেন।[৬৬]

২২. *অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী মার্চ মাসে ১৮ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ১৮ জনের মধ্যে ১৭ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৮ জন, ডিবি পুলিশের হাতে ১ জন ও র‍্যাবের হাতে ৮ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

২৪. এই সময় ১ ব্যক্তি পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২৫. নিহতদের মধ্যে ১ জন ছাত্রদলের নেতা, ১ জন হত্যা মামলার আসামী ও ১৬ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

গুম

২৬. মার্চ মাসে ৫ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ২ জনকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ও ৩ জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

---

[৬৫] স্বজনেরা বলছেন ধরে নিয়ে হত্যা পুলিশের দাবি বন্দুকযুদ্ধ/ প্রথম আলো ১৮ মার্চ ২০১৮

[৬৬] স্বজনেরা বলছেন ধরে নিয়ে হত্যা পুলিশের দাবি বন্দুকযুদ্ধ/ প্রথম আলো ১৮ মার্চ ২০১৮

২৭.গুম নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৯[৬৭] ও ১৬[৬৮] এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১[৬৯], ৩২[৭০] ও ৩৩[৭১] অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার। গুমের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ কিছু লোক আচমকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে বাড়িতে ঢুকে বা রাস্তা থেকে বিনা ওয়ারেন্টে মাইক্রোবাস বা গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই তাঁরা গুম হয়েছেন। এই সব ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকার বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে। সরকার প্রতিনিয়ত গুমের ঘটনাগুলো অস্বীকার করে যাচ্ছে এবং দাবী করছে যে, গুমের শিকার ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে আছেন। যদিও গুমের শিকার ব্যক্তিরা ফেরত আসলে তাঁরা পরবর্তীতে পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে এই বিষয়ে কোন কথা বলতে চাননা। গুম মানবতাবিরোধী অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে গুমের ঘটনা অব্যাহত অছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা ব্যাপকভাবে গুমের শিকার হন। ২০১৪ সালের মত ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আসন্ন একাদশতম জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মূলতঃ বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা এর শিকার হতে পারেন বলে আশংকা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো।[৭২]

২৮.খুলনা জেলা বিএনপির সহ-ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম মোড়লকে (৪২) আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ডুমুরিয়া উপজেলার আটালিয়া এলাকা থেকে তুলে নিয়ে গুম করা হয়েছে বলে

---

[৬৭] প্রত্যেককের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। কাউকে খেয়াল-খুশিমত আটক অথবা গ্রেফতার করা যাবে না। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট কারণ ও আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতীত কাউকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

[৬৮] আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার থাকিবে

[৬৯] আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

[৭০] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৭১] (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা
(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নির্বতনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

[৭২] HRC36 Oral Statement on Enforced Disappearances in Bangladesh, https://www.forum-asia.org/?p=24796

অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৭ মার্চ বিকাল আনুমানিক ৫ টায় নজরুল ইসলাম মোড়ল ডুমুরিয়া উপজেলার নিজ বাড়ি থেকে (আব্দুল হালিম নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ভাড়া করা) মোটরসাইকেল নিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলা যশোরের কেশবপুরের মঙ্গলকোট এলাকায় ডাক্তার দেখাতে যান। সন্ধ্যায় ডুমুরিয়া উপজেলার আটালিয়া এলাকায় স্থানীয় লোকজন একটি মোটরসাইকেল, চাবি ও টুপি পড়ে থাকতে দেখতে পান। পরে মোটরসাইকেলের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানা যায় যে, ওই মোটরসাইকেলটি নজরুল মোড়ল তাঁর কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিলেন। এরপর নজরুলের সন্ধান করার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর মোবাইল ফোনে ফোন দিলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও নজরুলের সন্ধান পাননি। এই ঘটনায় নজরুলের স্ত্রী তানজিলা বেগম এই দিন রাতেই ডুমুরিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তানজিলা বেগম *অধিকারকে* বলেন, বিএনপির রাজনীতি করার কারণে প্রশাসন তাঁর স্বামীকে তুলে নিয়ে গেছে। এছাড়া মাগুরঘোনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় শত্রুতাবশতঃ প্রশাসন তাঁকে গুম করতে পারে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন।[৭৩]

নির্যাতন

২৯. বিরোধীদল দমনে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করছে সরকার। শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের মধ্যে থেকে বা সভা-সমাবেশ থেকে ফেরার পথে তাঁদের গ্রেফতার করছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। গ্রেফতারের পর তাঁদের দফায় দফায় রিমান্ড চাওয়া হচ্ছে আদালতের কাছে। আদালতও তাঁদের রিমান্ড মঞ্জুর করছে। পুলিশ গ্রেফতার করলেও রিমান্ডের পর অনেক গ্রেফতারকৃতদের পাঠানো হচ্ছে গোয়েন্দা পুলিশের দফতরে। রিমান্ডে নিয়ে গ্রেফতারকৃত বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৩০. এটি প্রতিষ্ঠিত যে, পুলিশ রিমান্ডে নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণের কারণে আটককৃতদের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কাউকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নেয়ার বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা[৭৪] প্রণয়ন করে দিয়েছে, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা মানছেন না। মানবাধিকারকর্মীদের প্রচেষ্টায় ও চাপে ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মূলত: ভয়ে ও চাপের কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারছেন না বা মামলা হলেও তা বিচারের মুখ দেখছে না।

৩১. ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্র দলের সহ-সভাপতি জাকির হোসেন ৬ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কারারুদ্ধ বিএনপির চেয়ারপরসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে

---

[৭৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৭৪] ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রনয়ন করে দেন।[৭৪]

ফেরার সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। সেদিনই শাহবাগ থানায় জাকিরসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করে পুলিশ। এই মামলায় পুলিশ জাকিরকে তিন দিনের রিমান্ডে নেবার পর ১১ মার্চ কারাগারে পাঠানো হলে কারা হেফাজতে থাকাবস্থায় গত ১২ মার্চ জাকির ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। জাকিরের পরিবার রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে জাকিরকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। জাকিরের বোন সুলতানা রাজিয়া বলেন, গ্রেফতার করার আগে তাঁর ভাই সুস্থ ছিল।[৭৫] জাকিরের চাচা বিএম ওলিউল্লাহ *অধিকারকে* বলেন, গ্রেফতারের পর ৭ মার্চ জাকিরকে যখন আদালতে নেয়া হয় তখনও সে সুস্থ ছিল। আদালত জাকিরকে তিনদিনের রিমান্ডে পাঠালে তিনি শাহবাগ থানায় যান জাকিরের খোঁজ নিতে। কিন্তু থানা থেকে তাঁকে জানানো হয় যে, জাকির নামে কোন আসামী তাদের হেফাজতে নেই। থানা থেকে তাঁকে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অফিসে পাঠানো হয়। কিন্তু ডিবি অফিস জাকিরের কোন খবর দিতে পারে নাই। তাঁর পরিবার এরপর অনেক খোঁজ করেও জাকিরকে পুলিশ কোথায় রেখেছে এ সর্ম্পকে কোন তথ্য পায় নি। গত ১১ মার্চ রিমান্ড শেষে পুলিশ তাঁকে আবারও আদালতে নেয়। কিন্তু পুলিশ জাকিরকে আদালত কক্ষে হাকিমের সামনে হাজির না করে কোর্ট হাজতে রেখে দেয়। জাকিরের অনুপস্থিতিতেই হাকিম তাঁকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এই সময় প্রিজন ভ্যানে করে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় জাকিরের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তখন তিনি জাকিরকে কোন নির্যাতন করা হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে জাকির হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়।[৭৬] নিহত জাকিরের সুরতহাল করেন ঢাকা জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ কুমার বসু। সুরতহালে তাঁর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই বলে উল্লেখ করলেও জাকিরের চাচা ওলিউল্লাহ ও তাঁর বোন সুলতানা রাজিয়াসহ অন্যান্য স্বজনরা লাশ দেখে দাবি করেন, জাকিরের শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন ছিল। এই বিষয়ে পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার মারুফ হোসেন সরদার বলেন, জাকিরকে গ্রেফতারের পর মামলাটি তদন্তের জন্য গোয়েন্দা পুলিশে যায়। রিমান্ডে তিন দিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জাকিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।[৭৭]

[৭৫] কারা হেফাজতে ছাত্রদলের নেতা জাকিরের মৃত্যু/ প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৮
[৭৬] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য
[৭৭] কারা হেফাজতে ছাত্রদলের নেতা জাকিরের মৃত্যু/ প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৮

ছাত্রদল নেতা নিহত জাকির হোসেন ও জাকির হোসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যাওয়ার পর মর্গে স্বজনদের আহাজারি। ছবিঃ প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৮

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের অমানবিক আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

৩২. গত ২ মার্চ নাটোর জেলার গুরুদাসপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র মশিউর রহমান বাবলুকে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করতে না পেরে তাঁর ছেলে তানভীর রহমান মিছিলের বিবাহত্তোর অনুষ্ঠান গুরুদাসপুর থানার অফিসার ইনচার্জ দিলিপ কুমার দাসের নেতৃত্বে পুলিশ পণ্ড করে দেয়। এই সময় পুলিশ অনুষ্ঠানের জন্য খাবার রান্নার কাজ বন্ধ করে দেয় এবং চেয়ার টেবিল ভাংচুর করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানালে মশিউর রহমান বাবলুর ভগ্নিপতি উপজেলা জামায়াতের আমির খালেক মোল্লাকে এবং বাবলুর বড় ছেলে তানভীর রহমান মিছিল ও ছোট ছেলে মিহাল রহমানকে পুলিশ আটক করে। পরবর্তীতে ৩৬ ঘন্টা আটক রাখার পর বাবলুর দুই ছেলেকে মুক্তি দেয়া হয়।[৭৮]

৩৩. গত ১৩ মার্চ বরিশাল শহরে ডিবিসি টিভির ক্যামেরাপারসন সুমন হাসান অফিস থেকে বাসায় যাওয়ার সময় তাঁর এক নিকটাত্মীয়কে গোয়েন্দা পুলিশ আটক করেছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান এবং পুলিশের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে গোয়েন্দা পুলিশ তিনি যে সাংবাদিক সেটা জানতে পেরে তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং তাঁকে পেটাতে পেটাতে গাড়িতে তুলে তাদের কার্যালয়ে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় পথের মধ্যেও সুমনকে নির্যাতন করা হয় এবং কার্যালয়ে নিয়ে সুমনকে হাতকড়া পড়িয়ে রাখা হয়। ঘটনা জানতে পেরে বরিশালের অন্যান্য সাংবাদিকরা ডিবি কার্যালয়ে

[৭৮] বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তার করতে না পেরে ছেলের বৌভাত পণ্ড করে দিলো পুলিশ/ মানবজমিন ১০ মার্চ ২০১৮/ http://mzamin.com/article.php?mzamin=108329

গেলে তাঁদের ওপরও হামলা করা হয়। এই ঘটনায় এস আই আবুল বাশার, এ এস আই স্বপন, এ এস আই আক্তার ও কনস্টেবল মাসুদ, রাসেল, হাসান, রহিম এবং সাইফুলকে ক্লোজড করা হয়েছে।[৭৯]

বরিশালে সাংবাদিকের উপর ডিবি পুলিশের বর্বরতা। ছবিঃ নয়াদিগন্ত ১৪ মার্চ ২০১৮

৩৪.গত ২২ মার্চ রাত আনুমানিক ১০ টায় ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের টিএসসি থেকে নীলক্ষেত সড়কের দিকে যাওয়ার সময় একটি কালো গ্লাসের মাইক্রোবাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দিলে ছাত্ররা মাইক্রোবাসটির গতিরোধ করে চালককে গাড়ি থেকে নামতে বলে। কিন্তু চালক গাড়ি থেকে না নামলে বিক্ষুদ্ধ ছাত্ররা গাড়ির সাইড মিরর ভেঙ্গে ফেলে। এই সময় ১০-১২ জন পোশাকধারী র‍্যাব সদস্য গাড়ি থেকে নেমে ছাত্রদের মারধর করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাজী তানভির ও ইমরান হোসেন এবং মোহাম্মদপুর সেন্ট্রাল কলেজের ছাত্র মুসলিম উদ্দিন হিমেলকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। রাত আনুমানিক ১২ টায় তিন শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ভুক্তভোগী ইমরান হোসেন জানান, "তাঁদের ধরে নিয়ে যাওয়ার পর র‍্যাব তাদের কাছে টাকা চায়, টাকা না দিতে পারলে জঙ্গি বলে চালিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়। এরপর ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্র জানার পর তাদের ওপর নির্যাতন চালায় র‍্যাব"।[৮০]

কারাগারে মৃত্যু

৩৫.*অধিকার* এর তথ্য মতে মার্চ মাসে ৯ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

---

[৭৯] বরিশালে সাংবাদিকের উপর ডিবি পুলিশের বর্বরতা/ নয়াদিগন্ত ১৪ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/301733

[৮০] মধ্যরাতে ঢাবিতে অবরোধ-ভাঙচুর/ যুগান্তর ২৩ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/campus/30479/

৩৬. চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন শেষে কারাগারে পাঠানোর পর মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৩৭. ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ৮ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৮. ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছে এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা অনেক বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা। আর তাই এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে

৩৯. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারাটি[৮১] সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এই আইনটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আগের বছর গুলোর মতই কোন মন্তব্য লেখা, এমনকি এই সংক্রান্ত পোস্ট 'লাইক' দেয়ার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা অব্যাহত আছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারাসহ ৫টি ধারা বিলুপ্ত করে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮'র খসড়া অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। চমকপ্রদ বিষয় এই যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ধারাগুলো প্রস্তাবিত নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করায় এটি আরেকটি নিবর্তনমূলক আইনে পরিনত হতে যাচ্ছে। এছাড়া অনুমোদন পাওয়া আইনের খসড়ায় কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ সংক্রান্ত ৩২ ধারায়[৮২] সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মীদের হয়রানী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

---

[৮১] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনে[৮১] র বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৮২] গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ' সংক্রান্ত ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কোনো ধরনের গোপনীয় তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করেন বা সংরক্ষণে সহয়তা করেন তা হলে কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শাস্তি অনধিক ১৪ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আর এই অপরাধ যদি একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার করেন তাহলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৪০.গত ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তি করার অভিযোগে বগুড়া শেরপুর ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ফাবিহা নাজমিনের (১৬) বিরুদ্ধে একই কলেজের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি এ এস এম শাকিল বাদি হয়ে শেরপুর থানায় মামলা দায়ের করে।[৮৩]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৪১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ১ জন সাংবাদিক আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত, ৩ জন হুমকির সম্মুখীন ও ১ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

৪২.সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। প্রায় সব ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকারের অনুগত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন। রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভি সম্পূর্নভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে সংবাদকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে ।

৪৩.নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় বাসতলা ঘাট থেকে পাঁচগাঁও সড়কের চরপাড়া মন্দিরের কাছে একটি কালভার্ট নির্মাণের ঠিকাদারী পায় দুপ্তারা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজ মোল্লা। কিন্তু কালভার্ট নির্মাণের সময় সড়কের দুই ধারে ব্যারিকেড ও সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড না দিয়ে গর্ত করায় ওই রাস্তায় চলাচলকারী বিভিন্ন যানবাহন গর্তে পড়ে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানার পর স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক দেশের আলো পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মনিরুজ্জামান সরকার কালভার্ট নির্মাণ কাজের ছবি তুলেন। এই খবর পেয়ে আজিজ মোল্লা তার সহযোগীদের নিয়ে মনিরুজ্জামান সরকারের ওপর হামলা করে তাঁকে আহত করে।[৮৪]

ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন

৪৪.ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ১০ বছর শাসনমালে বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। মূলত উন্নয়নের নামে বিদেশে টাকা পাচার[৮৫], শেয়ার মার্কেটে ধ্বস এবং ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক

[৮৩] প্রধানমন্ত্রী নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা/ নয়াদিগন্ত ২৬ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/304875

[৮৪] আড়াইহাজারে সাংবাদিক পেটালেন আ'লীগ নেতা/ যুগান্তর ৯ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/25725

[৮৫] ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষনা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৭ হাজার পাঁচ শত পচাশি কোটি ডলার বা ৬ লক্ষ ৬ হাজার ৮ শত ৬৮ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে । এরমধ্যে ২০১৪ সালেই বাংলাদেশ থেকে ৯১১ কোটি ডলার প্রায় ৭২ হাজার ৮ শত ৭২ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে।প্যারাডাইস পেপার্সএর দ্বিতীয় তালিকায় বিতর্কিত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসেরসহ আরও ২০ বাংলাদেশীর নাম এসেছে। এদের সবাই অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের মাল্টায় অর্থ পাচার করেছে।

লুটপাটের[৮৬] অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। এর ফলে বেশীর ভাগ বেসরকারি ব্যাংকে নজিরবিহীন অর্থ সংকট চলছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে ঠেকেছে যে, বড় কোনো চেক এলে কোনো কোনো ব্যাংক টাকা দিতে পারছে না। এছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ বড় কোনো খাতে অনেক ব্যাংক ঋণ দেয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে।[৮৭] ব্যাংকিং সেক্টরে এই ব্যাপক লুটপাটের ফলে দেশের অর্থনীতিতে যে ধ্বস নেমেছে তার মধ্যেও ব্যাংকগুলোর পরিচালক ও চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষেত্রে চলছে অস্বচ্ছতা। একক ঋণের বৃহৎ কেলেঙ্কারি নিয়ে আলোচনায় থাকা রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংকের[৮৮] নতুন করে চেয়ারম্যান নিয়োগে এরকম অস্বচ্ছতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাবেক অর্থ সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুনকে চেয়ারম্যান করতে ব্যাংকটির পর্ষদকে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি চিঠি দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। চিঠিতে বলা আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি না থাকলে পর্ষদ হেদায়েতুল্লাহ আল মামুনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে পারে। তবে জনতা ব্যাংক অর্থ মন্ত্রনালয়ের ওই চিঠি আমলে নেয়নি এবং হেদায়েতুল্লাহ আল মামুনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে কোনো আবেদনও করেনি। তবে চিঠি পাবার পর ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তা শীর্ষ ব্যবসায়ী গ্রাহকদের নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা করে এমন একজনকে চেয়ারম্যান করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, যাতে ভবিষ্যতে অনৈতিক সুবিধা নিতে তাদের কোনো সমস্যা না হয়। এই ব্যাপারে তারা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করে। এরপরই হেদায়েতুল্লাহ আল মামুনের নিয়োগ বাতিল করে ব্যাংকের বর্তমান পরিচালক 'দোহাটেক নিউ মিডিয়া' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান লুনা শামসুদ্দোহাকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়।[৮৯]

৪৫. দেশে ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতি হলেও ক্ষমতাসীন দল দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে বলে প্রচার করে তা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী এবং সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবির বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ঘুষ না দেয়ায় বিমানবন্দরের রানওয়ে সংস্কার, নতুন রানওয়ে নির্মনসহ বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের কাজ থেমে আছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।[৯০]

৪৬. এভাবে দুর্নীতির বিস্তার এবং লুটপাটতন্ত্র কায়েমের পেছনে মূলত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং কার্যকর সংসদের অভাবে জবাবদিহিতার জায়গা সংকুচিত হওয়াকেই দায়ী করা হয়। দুর্নীতির এরকম ভয়াবহ অবস্থায় থাকলেও দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা

---

[৮৬] ২০১৪ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার নিজের নেতাকর্মীদের অনুকুলে অনেকগুলো ব্যাংকের লাইসেন্স দেয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ত করে । ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে দুর্নীতি চরম আকার ধারন করে।

[৮৭] ভয়াবহ পুঁজিসংকট বেসরকারি ব্যাংকে/ যুগান্তর ১৫ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/27643/

[৮৮] জনতা ব্যাংকের মোট মূলধন যেখানে ২ হাজার ৯৭৯ কোটি টাকা সেখানে তারা মোহাম্মদ ইউনুস (বাদল) নামে এক ব্যক্তির মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান এননটেক্স গ্রুপকে ৫ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা ঋণ ও ঋণসুবিধা দিয়েছে। মূলধনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দেয়ার সুযোগ আছে। অর্থাৎ এক গ্রাহক ৭৫০ কোটি টাকার বেশী ঋণ পেতে পারেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারাকাত এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালিন সময়ে এই অর্থ দেয়া হয়। এই সময় ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য ছিলেন সাবেক আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ নেতা বলরাম পোদ্দার, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সাবেক সহসম্পাদক নাগিবুল ইসলাম ওরফে দীপু, যুবলীগ নেতা আবু নাসের। ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকের পর্ষদ সদস্যদের উৎসাহই ছিল বেশী বলে জানা গেছে। ঋণ গ্রহীতা মোহাম্মদ ইউনুস (বাদল) একসময় বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের সামান্য কর্মচারী ছিলেন। আওয়ামী লীগের শাসনামলে তাঁর উত্থান হয় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ২২টি প্রতিষ্ঠানের মালিক হন।

[৮৯] জনতা ব্যাংকে চেয়ারম্যান নিয়োগে নাটকীয়তা/ প্রথম আলো ১ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/economy/article/1441161/

[৯০] কক্সবাজার বিমানবন্দর; ঘাটে ঘাটে ঘুষ বাণিজ্য/ যুগান্তর ৭ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/24852/

নিতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, দেশে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা দমন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।[৯১] বর্তমান সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির বিষয়ে ২০০৭-২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলাগুলোর ব্যাপারে যে অনুসন্ধান শুরু করেছিলো দুদক, তার বেশীর ভাগ অভিযুক্তই দায়মুক্তি পেয়ে গেছেন।[৯২] হাতে গোনা দুই এক জন সরকারের প্রভাবশালী রাজনীতিকের বিরুদ্ধে দুদক মামলা করলেও তাদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় দ্রুত সাজা দেয়া ও আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কমিশনের অতিরিক্ত আগ্রহের ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। এই সরকারের আমলে সংগঠিত কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের বিষয়টি নিয়ে দুদকের তেমন কার্যকরি পদক্ষেপ না থাকার বিষয়টি নজরে আসায় হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি রুল জারি করেছে।

৪৭. গত ১ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট বিভাগের হাইকোর্টের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি সহিদুল করিমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ শত কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার দুই আসামীর জামিন পাওয়ার পর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা লিখিতভাবে আদালতকে জানাতে দুদক কৌসুঁলিকে নির্দেশ দিয়েছেন। গত ২৫ জানুয়ারি ১৬৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে ঢাকার মতিঝিল থানায় দুদক মামলা করার সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে মামলায় অভিযুক্ত এবি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এম ওয়াহিদুল হক ও আবু হেনা মোস্তফা কামালকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত জামিন দেয় এবং অপর অভিযুক্ত সাইফুল হককে জামিন না দিয়ে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দেয়। বিষয়টি জানতে পেরে গত ৩১ জানুয়ারি হাইকোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জামিন কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে। এই ব্যাপারে আদালত জানায়, দুদক আসামীদের জামিন বাতিলের কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করতে হয়েছে।[৯৩]

---

[৯১] ACC admits failure in curbing massive corruption in country /নিউএজ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/
http://www.newagebd.net/article/35498/acc-admits-failure-in-curbing-massive-corruption-in-country

[৯২] ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, সেগুলো ২০১৩ সালে খারিজ করে দেয় দুদক। এরমধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক চিফ হুইপ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে দুইটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। ২০১৩ সালের জুন মাসে সাবেক মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে দুর্নীতির একটি অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয় কমিশন। এছাড়া বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে দায়মুক্তি এবং মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কক্সবাজার-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সারোয়ার ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা সেলিনা আক্তার, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায় থেকে অব্যাহতি দেয় দুদক। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ ক্ষমতাসীন দল সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় সংসদের উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ফিলিপাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাজেদা রফিকুন নেসা প্রমুখ।

[৯৩] এবি ব্যাংকের দুই কর্মকর্তার জামিন; দুদকের পদক্ষেপ কী জানতে চান হাইকোর্ট/ যুগান্তর ২ মার্চ ২০১৮/
https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/23043/

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার

শ্রমিকদের অধিকার

৪৮.শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন। ফরমাল এবং ইনফরমাল দুই ধরনের ব্যবস্থায় শ্রমিকরা বৈষম্যের শিকার তবে ইনফরমাল শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। *অধিকার* গভীরভাবে গার্মেন্ট শিল্প শ্রমিক ও নারী নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।

৪৯. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে তৈরি পোশাক শিল্পের ১ জন শ্রমিক আগুনে পুড়ে নিহত এবং ২ জন আগুনে পুড়ে দগ্ধ ও ৩৮ জন শ্রমিক বকেয়া বেতনের দাবীতে বিক্ষোভের সময় পুলিশের হাতে আহত হয়েছেন। এছাড়া, মার্চ মাসে ৭ জন ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ভূমিধ্বসে ৩ জন পাথর শ্রমিক, নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করতে যেয়ে ছাদ ভেঙ্গে ও ভবন থেকে পড়ে ৪ জন নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ফরমাল সেক্টর) :

৫০.গত ১১ মার্চ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরের মৌচাকে এটিএস এ্যাপারেলস লিমিটেড নামে একটি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকরা প্রতি মাসের বেতন ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসেই বিলম্বে বেতন পরিশোধ করছিলো। এরমধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন ১০ মার্চের মধ্যে পরিশোধে অপরাগতা প্রকাশ করলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং শ্রমিকরা গত ৬ মার্চ থেকে কর্মবিরতি শুরু করে। পরবর্তীতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের আগের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এতে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে গত ১১ মার্চ কারখানার গেটে তালা লাগিয়ে দেয় এবং কারখানার ভেতরে ভাংচুর ও কারখানার কর্মচারীদের মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে কারখানা ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশের ওপর শ্রমিকরা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং কিছু শ্রমিক কারখানা থেকে বের হয়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়ক অবরোধ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে ও শর্টগানের থেকে গুলি ছোড়ে। এই ঘটনায় অন্তত ১৮ জন শ্রমিক আহত হন।[৯৪]

৫১. গত ১৫ মার্চ ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় ট্রাউজার লাইনস লিমিটেড নামে একটি পোশাক তৈরীর কারখানার শ্রমিকরা প্রতি মাসের বেতন ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধের জন্য কর্মবিরতি শেষে কারখানার গেটে অবস্থান নেন। এই সময় মালিকপক্ষে নির্দেশে শিল্প পুলিশ শ্রমিকদের কারখানা থেকে বের করার জন্য তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলে ১৬ জন শ্রমিক আহত হন। [৯৫]

---

[৯৪] বেতনভাতা পরিশোধের দাবি; গাজীপুরে গার্মেন্টশ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে গুলি, লাঠিচার্জ/ নয়াদিগন্ত ১২ মার্চ ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/301009

[৯৫] শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ আশুলিয়ায় আহত ২০/ নয়াদিগন্ত ১৭ মার্চ ২০১৮/ http://dailynayadiganta.com/detail/news/302376

৫২.গত ১৯ মার্চ নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার টিপুরদী এলাকায় ইউসান নিট কোম্পাজিট লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাঁদের ৮ মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।[৯৬]

৫৩.তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং অনেক কারখানায় বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া মাঝে মাঝে কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফলতির কারণে অগ্নিকান্ডসহ অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে যাতে শ্রমিকরা ভিকটিম হচ্ছেন।

অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ইনফরমাল সেক্টর)ঃ

৫৪.নির্মাণ শ্রমিকরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার এবং তাঁদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। রাস্তাঘাট, ব্রীজ, বিল্ডিংসহ বিভিন্ন নির্মানকাজে এঁদের ব্যাপক অবদান রয়েছে- অথচ তাঁদের নিরাপত্তা, মজুরী সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। নারী নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা আরো ভয়াবহ। মূলত তাঁরা দুইভাবে ভিক্টিম, প্রথমত: নারী হবার কারণে এবং দ্বিতীয়ত নির্মাণ শ্রমিক হওয়ার কারণে। প্রায়শ:ই দেখা যায় যে,তাঁদের পৃথক টয়লেট, গোসলের ব্যবস্থা এবং তাঁদের সন্তান রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। এর পাশাপাশি গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা না করেই তাঁদের কাজে নিয়োগ করা হয় এবং তাঁরা নিম্নতম মজুরীরও নিচে কাজ করতে বাধ্য হন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৫৫.ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের সম্পত্তি দখলের জন্য তাদের ওপর হামলা এবং তাঁদের উপাসনালয় ভাংচুরের ঘটনা অব্যাহত আছে। এই সব ঘটনায় প্রায়শই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়।[৯৭] এই ধরনের ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়ায় এবং ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না।

৫৬.গত ১০ মার্চ ঢাকার শ্যামলী ২ নম্বর সড়কের একটি বাড়ি দখল করার জন্য বাড়ির বাসিন্দা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক মিহির বিশ্বাসসহ তাঁর পরিবারের চার সদস্য ও অতিথিসহ ছয়জনকে জোর করে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। সাড়ে চার ঘন্টা তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরায় এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁদের মালামালগুলো সরিয়ে বাড়ি খালি করা হয়। এরপর বাড়ির সামনে উচ্ছেদকারীরা জমির মালিকানার সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দেয়। পরবর্তীতে আটক অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে

---

[৯৬] বকেয়া বেতন দাবি; সোনারগাঁয়ে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ/ যুগান্তর ২১ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/29936/

[৯৭] যুগান্তর ৫ নভেম্বর ২০১৬

মিহির বিশ্বাস বাদি হয়ে শেরে বাংলা নগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। থানা পুলিশের একটি সুত্র জানায়, মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক কামরান শাহিদ প্রিন্স মোহাব্বতের সংশ্লিষ্টতা পায়। এছাড়া মোহাম্মদপুর আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা ওই হামলা ও জমি দখলের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ এই ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি তৌফিক উর রেজাসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে মিহির বিশ্বাসের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ তাঁদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।[৯৮]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৭.মার্চ মাসেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের হাতে প্রায়শই নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, গত ৭ মার্চ '১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান' উদযাপন উপলক্ষে জনসভায় যোগদানের সময় সরকারদলীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হাতে নারীদের যৌন হয়রানী । নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নীপিড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনায় অভিযুক্তদের সাজা হওয়ার সংখ্যা হতাশাজনক। নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা, যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আসা ৭ হাজার ৮৬৪টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে।[৯৯]

৫৮.বিচার প্রাপ্তির বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অন্যতম হলো সরকারী দলের হস্তক্ষেপ। অনেক ক্ষেত্রে 'রাজনৈতিক বিবেচনায়' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপক্ষ মামলা না চালানোরও সিদ্ধান্ত নেয়। উদাহরণ স্বরূপ ২০০২ সালের ২১ জুলাই ধর্ষণের অভিযোগে হতদরিদ্র এক কিশোরী কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেছিল। পুলিশ প্রধান আসামীসহ চারজনকে গ্রেফতার করে। ঐ কিশোরী আদালতে হাকিমের কাছে জবানবন্দি দিয়েছিল। এই ঘটনায় উপপরিদর্শক আবদুল কাদের তদন্ত করে পরের বছর বিল্লাল, ইকবাল, মুরসালিন ও আবুল হোসেনর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ পত্র জমা দেয়। ২০০৩ সালের ২২ মার্চ মামলাটি ঢাকার ১ নম্বর নারী শিশু ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য যায়। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১১ সালের ৬ জানুয়ারি মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়।[১০০] উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আগের সরকারের আমলে দায়ের করা মামলাগুলো 'রাজনৈতিক বিবেচনায়' প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গঠন

[৯৮] পুলিশ পাহারায় আতঙ্কের জীবন/ প্রথম আলো ১২ মার্চ ২০১৮

[৯৯] নারী ও শিশুরা বিচার পায় না/ প্রথম আলো ৮ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1445731/

[১০০] প্রথম আলো ৮ মার্চ ২০১৮

করা একটি কমিটির মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে সাড়ে ৭ হাজার মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে।[১০১]

বাল্যবিবাহ অব্যাহত

৫৯. গত ৬ মার্চ ইউনিসেফ এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, সাম্প্রতিক বছরে বিভিন্ন দেশে বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমলেও বাংলাদেশে এই সময় বাল্যবিবাহের হার বেড়েছে। বাল্যবিবাহের হারে বাংলাদেশের অবস্থান এখন চতুর্থ।[১০২] উল্লেখ্য ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের বিয়ের বিশেষ বিধান রেখে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল-২০১৭' পাস হয়। নতুন আইনে বলা হয়েছে, আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সর্বোত্তম স্বার্থে মা-বাবার সম্মতি অনুয়ায়ী অথবা তাঁদের অনুপস্থিতিতে আদালতের মাধ্যমে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিবাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে, তা এই আইনের অধীনে অপরাধ বলে গন্য হবে না। এভাবেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ও ছেলে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দেয় এই আইনের বিশেষ ধারা। বাংলাদেশের মত ভয়াবহ বাল্যবিবাহ প্রবণ দেশে যেখানে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের বয়স ২১ থাকা সত্ত্বেও বাল্য বিবাহ রোধ করা যায় নি; সেখানে এই আইনটির এই বিশেষ ধারার সুযোগে বাল্য বিবাহের পরিমান যে বেড়ে গেছে তা ইউনিসেফের এই বিজ্ঞপ্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে।[১০৩]

বখাটেদের দ্বারা উত্যক্তকরণ

৬০. মার্চ মাসে মোট ২৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৬ জন আহত, ৪ জন লাঞ্ছিত ও ১৫ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

৬১. গত ৩ মার্চ সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক কলেজ ছাত্রীকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করে ডালিম আহমেদ শুভ নামে এক যুবক।[১০৪]

ধর্ষণ

৬২. মার্চ মাসে মোট ৫৯ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৬ জন নারী ও ৪৩ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১৬ জন নারীর মধ্যে ৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৪৩ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন

---

[১০১] নারী ও শিশুরা বিচার পায় না/ প্রথম আলো ৮ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1445731/

[১০২] বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বেড়েছে/ প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1445241/

[১০৩] বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল পাস: বিশেষ ক্ষেত্রে পুরুষদের বিয়েও ১৮ বছরের আগে/ যুগান্তর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/02/28/104781/

[১০৪] প্রেমে রাজি না হওয়ায় কলেজছাত্রীকে ছুরিকাঘাত/ যুগান্তর ৪ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/country-news/24028/

এবং ৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ৮ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬৩. গত ১৭ মার্চ হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ হাওর থেকে বিউটি আক্তার নামে এক কিশোরীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২১ জানুয়ারি বিউটি আক্তারকে অপহরণ করে ধর্ষণ করে বাবুল মিয়া নামে এক প্রতিবেশী যুবক। গত ৪ মার্চ বিউটির বাবা সায়েদ আলী হবিগঞ্জ আদালতে বাবুল মিয়াকে আসামী করে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। এরপর আসামীরা হুমকি দিতে থাকলে বিউটিকে তাঁর নানা বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানেই তাকে আবারো ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।[১০৫] গত ৩০ মার্চ অভিযুক্ত বাবুল মিয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।[১০৬]

যৌতুক[১০৭] সহিংসতা

৬৪. মার্চ মাসে ১৩ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৬ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৭ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৬৫. গত ৮ মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলায় দেড় লক্ষ টাকা যৌতুকের জন্য গৃহবধু মুক্তা আক্তারের শরীরে তাঁর শ্বশুড়বাড়ির লোকজন কেরাসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। গত ১৪ মার্চ মুক্তা আক্তার কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পুলিশ মুক্তার স্বামী রফিককে গ্রেফতার করেছে।[১০৮]

এসিড সহিংসতা

৬৬. মার্চ মাসে ৩ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১ জন নারী ও ২ জন পুরুষ।

বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয়

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি ও মানবাধিকার লংঘন

৬৭. বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অভিপ্রায়ে ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১০৯] এই নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। নানাভাবে আধিপত্য বিস্তারের পাশাপশি ভারতের

---

[১০৫] হাওরে কিশোরীর লাশ; নানা বাড়ি পাঠিয়েও শেষ রক্ষা হলো না/ প্রথম আলো ১৮ মার্চ ২০১৮

[১০৬] প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৮

[১০৭] ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে যৌতুক দেয়া-নেয়া দন্ডনীয় অপরাধ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এ যৌতুক নেয়ার শাস্তি উল্লেখ করা হলেও আইনের প্রয়োগ এবং জন সচেতনতা সৃষ্টি না করায় এই অপসংস্কৃতি চলছেই।

[১০৮] কিশোরগঞ্জে কেরোসিন ঢেলে নববধূকে পুড়িয়ে হত্যা : স্বামী আটক/ যুগান্তর ১৫ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/27741/

[১০৯] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলেও আছেন। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ, হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট অব্যাহত রেখেছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বাংলাদেশের শুকনো মৌসুমে ন্যায্য পানির হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা এবং বর্ষা মৌসুমে বাঁধ খুলে দিয়ে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি করাসহ ভারত সরকার বাংলাদেশে অসম ব্যবসা-বাণিজ্য, রাস্তা-ঘাট ব্যবহার, পরিবেশ বিধ্বংসকারী প্রকল্পসহ বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন[১১০] বিস্তার করে চলেছে। আসন্ন বাংলাদেশের একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ভারত প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে বলে জানা গেছে।[১১১]

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৬৮. রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং বৌদ্ধ দুর্বৃত্তদের হাতে ভয়াবহরকম আক্রমণের শিকার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও টেকনাফের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। *অধিকার* বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে যেয়ে মিয়ানমারের বিভিন্ন গ্রামের অনেক রোহিঙ্গা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা ভিকটিমরা *অধিকারকে* জানান, মিয়ানমার সেনাবাহিনী গণধর্ষণ, গুম, নির্যাতন, হত্যা, শিশুদের গুলি করে বা আগুনে পুড়িয়ে হত্যার মত ঘটনা ঘটিয়েছে।[১১২] মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ দুর্বৃত্তদের হাতে নিষ্ঠুরতার শিকার ভিকটিম ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। *অধিকার* মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে সেই গ্রামগুলোতে কয়েকটি 'কিলিং ফিল্ড'-এর বিষয়ে জানতে পারে যেগুলো থেকে তাঁরা বেঁচে ফিরতে পেরেছেন।

৬৯. আসিয়ান পার্লামেন্টারিয়ান ফর হিউম্যান রাইটস (এপিএইচআর) নামের একটি প্রতিষ্ঠানের এক মানবাধিকার প্রতিবেদনে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা হত্যার আলামত পাওয়া গেছে। ওই মানবাধিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, গত অগাষ্টে রাখাইনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর পূর্বপরিকল্পিত ও কাঠামোবদ্ধ নির্মম দমনাভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ৪৩ হাজার রোহিঙ্গা শিশুর বাবা-মা নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁরা নিহত হয়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জোট আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর পার্লামেন্ট সদস্যদের নিয়ে গঠিত এপিএইচআর বাংলাদেশে চলে আসা রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো জরিপের ভিত্তিতে নতুন ওই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।[১১৩]

৭০. ঘর ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হওয়া রোহিঙ্গাদের রাখাইনে (আরাকান) বৌদ্ধ মডেল গ্রাম গড়ে তুলছে মিয়ানমার। বুলডোজার চালিয়ে সেখানে ধ্বংস করা হয়েছে মানবতাবিরোধী অপরাধের

---

[১১০] ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে ধার্য মাশুলে) বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ভারত থেকে বেশী দামে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ। ২৫ বছর মেয়াদে এই বিদ্যুৎ কেনায় বাংলাদেশের ব্যয় হবে এক লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা। ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

[১১১] আনন্দবাজার ২৪ মার্চ ২০১৮

[১১২] http://odhikar.org/wp-content/uploads/2017/12/Final_FFR_Rohingya_English-1-150_WCA.pdf

[১১৩] ৪৩ হাজার রোহিঙ্গা বাবা-মা নিখোঁজ/ যুগান্তর ৯ মার্চ ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/ten-horizon/25575

আলামত। স্থানে স্থানে স্থাপিত হচ্ছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি'র এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বুলডোজারে রোহিঙ্গা স্মৃতি মুছে দিয়ে বিপুল সামরিকায়িত রাখাইনে এখন বৌদ্ধ মডেল গ্রাম নির্মাণ করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে, রাখাইন-বৌদ্ধদের অর্থায়ানে পরিচালিত সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে রোহিঙ্গাশূন্য রাখাইন গড়ে তোলার প্রকল্প।[১১৪]

৭১. স্যাটেলাইট থেকে ধারণ করা ছবি ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, সেনা নির্যাতনে রোহিঙ্গারা পালিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের ফেলে আসা গ্রাম ও জমিজমায় অন্তত তিনটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী।[১১৫]

৭২. সামনে বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রোহিঙ্গাদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধিরা। তাঁরা বলেন, আগামী বর্ষা মৌসুমে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল ভেসে গিয়ে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা রয়েছে। একই সঙ্গে পাহাড় এবং পাহাড়ের গাছ কাটার কারণে পরিবেশের ও মারাত্মক ক্ষতি হবে।[১১৬]

৭৩. বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অল্পবয়সী মেয়েরা যৌন কাজে ব্যবহারের টার্গেট হয়ে উঠছেন। কক্সবাজার থেকে যৌন ব্যবসার জন্য রোহিঙ্গা মেয়ে ও শিশুদের পাচার করা হচ্ছে বলে তথ্য পেয়েছে বিবিসি নিউজের একটি দল। রোহিঙ্গা মেয়েদের বাংলাদেশের ঢাকা, কাঠমান্ডু ও কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের কক্সবাজারের ক্যাম্পগুলোতে রোহিঙ্গা নারীদের যৌন নির্যাতন ও যৌন পেশায় জড়িয়ে পড়ার এমন অনেক ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। অল্প বয়সী নারী ও শিশুরা এর মূল টার্গেট। বিপদগ্রস্ত এই নারী ও শিশুদের মূলত কাজের লোভ দেখিয়ে ক্যাম্প থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ক্যাম্পে রোহিঙ্গা শিশু ও তাদের অভিভাবকরা বলছেন দেশের বাইরে কাজ, রাজধানী ঢাকায় বাড়িঘরে গৃহকর্মীর কাজ বা হোটেলে কাজের অনেক প্রস্তাব আসছে তাঁদের কাছে। মারাত্মক ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে বিশৃঙ্খল পরিবেশ পাচারকারীদের সুযোগ যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।[১১৭]

৭৪. তিনজন নারী নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার জন্য মিয়ানমার মিলিটারি ও এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অপরাধীদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তোলার জন্য বাংলাদেশ, জাতিসংঘসহ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে তাঁদের তিন দিনের সফর শেষে একটি বিবৃতিতে বলেন, আইসিসির প্রসিকিউটরের উচিত, রাখাইন রাজ্যে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ স্বাধীনভাবে তদন্ত করা।[১১৮]

---

[১১৪] রোহিঙ্গাদের রাখাইনে 'আদর্শ বৌদ্ধগ্রাম' নির্মাণ করছে মিয়ানমার/ বাংলাট্রিবিউন ২৪ মার্চ ২০১৮/ http://www.banglatribune.com/foreign/news/304687

[১১৫] রোহিঙ্গাদের ঘর বাড়িতে হচ্ছে সামরিক ঘাঁটি/ বাংলাদেশ প্রতিদিস ১৩ মার্চ ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/city/2018/03/13/313796

[১১৬] বর্ষায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা/ মানবজমিন ১৩ মার্চ ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=108560&cat=3

[১১৭] বাংলাদেশের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা মেয়েরা পাচার ছাড়াও বিদেশীদের দ্বারা যৌন কাজে ব্যবহারের টার্গেট হয়ে উঠছে/ বিবিসি ১৩ মার্চ ২০১৮/ http://www.bbc.com/bengali/43482131

[118] Refer Rohingya genocide to ICC / বাংলাদেশ প্রতিদিস ১৩ মার্চ ২০১৮/ http://www.thedailystar.net/frontpage/take-myanmar-icc-genocide-1541737

৭৫. রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতিগত নির্মূল অভিযান এখনও থামেনি বলে অভিযোগ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্ড্রু গিলমার। গিলমার বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিস্তৃত ও পরিকল্পিত সহিংসতা থেমে নেই। সহিংসতার ধরন এখন পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন রক্তপাত, ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন ও অপহরণের মাত্রা কমে গেলেও রোহিঙ্গাদের অনাহারে রেখে ধুঁকে ধুঁকে মারা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এটা বোধগম্য নয় যে নিকট ভবিষ্যতে কোনো রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফিরতে পারবেন কিনা। মিয়ানমার বিশ্বকে বোঝাতে ব্যস্ত যে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনে রাজি রোহিঙ্গাদের গ্রহণে তারা প্রস্তুত রয়েছে। অথচ সেই একই সময়ে নিপীড়ন চালিয়ে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য করছে তারা। মিয়ানমার থেকে পালিয়ে অতি সম্প্রতি যাঁরা বাংলাদেশে এসে শিবিরে উঠেছেন তাঁদের অনেকেই অভিযোগ করেছেন, তাঁদের গ্রাম থেকে রোহিঙ্গা লোকজন গুম হয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা বলেছেন, বিশেষ করে গ্রামের নারী ও শিশুরা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁদেরকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গিলমার বলেন, বর্তমানে রাখাইনের যে পরিস্থিতি তাতে সেখানে ফিরে গিয়ে নিরাপদে বসবাস করা অসম্ভব। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনও অসম্ভব।[১১৯]

৭৬. এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে ভাষান চরে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার লক্ষ্যে প্রত্যন্ত ভাষান (ঠেংগার) চরে ভবন নির্মাণ করছে বলে জানা গেছে। সেখানে প্রায় ১,৪৪০ টি ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি ভবনই ৫৪ টি পরিবার থাকতে পারবে। প্রতিটি ইউনিটের একটি ১২ বাই ১৪ বর্গফুটের রুম থাকবে। রান্না ও টয়লেট ভাগ করা হবে। প্রতিটি ভবনতে আটটি করে টয়লেট থাকবে।[১২০]

৭৭. *অধিকার* আগামী বর্ষা মৌসুমে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে মানবিক বিপর্যয় এড়ানোর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এছাড়া রোহিঙ্গা নারী ও শিশু পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও দাবী জানাচ্ছে। সেইসাথে, বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক এবং সসম্মানে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে চালানো গণহত্যায় জড়িত অপরাধীদের আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহবান জানাচ্ছে। অধিকার বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ভাষান চরে পুনর্বাসনের পরিকল্পনার বিরোধীতা করছে। কারণ ইতিমধ্যে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভাষান চর এমন এক জায়গায় অবস্থিত যেটি জনবসতির জন্য নিরাপদ নয়।

---

[১১৯] ibid

[১২০] 'We hope Rohingyas can move here within 6 months'/ বাংলাদেশ প্রতিদিস ১৩ মার্চ ২০১৮/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/03/05/hope-rohingyas-can-move-within-6-months/

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৭৮. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন।[১২১]

৭৯. *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য সাড়ে তিন বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, *অধিকার এর* নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহযোগিতায় "হিউম্যান রাইটস রিসার্চ এন্ড এডভোকেসি" প্রকল্পের অর্থ দাতার কাছ থেকে আসতে বিলম্ব হওয়ায় *অধিকার* প্রকল্প যাতে সময়মত শেষ হয় সেজন্য তার নিজস্ব তহবিল থেকে ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৮ টাকা খরচ করে। ২০১৩ সালের ১৪ জুলাই *অধিকারএর* আবেদন সাপেক্ষে ৩য় বর্ষের বাজেট অনুযায়ী শেষ কিস্তির টাকা *অধিকারএর* মাদার একাউন্টে পাঠায় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কার্যক্রমের প্রতিবেদনসহ সমস্ত হিসাব-নিকাশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে জমা দেয়ার পরও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই টাকা উত্তোলন করার জন্য *অধিকারকে* অনুমতি দেয়নি। ফলে উল্লেখিত টাকা এখনও ব্যাংকে আটকে রাখা হয়েছে।

৮০. এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপকেট এওয়ারনেস্ প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' নামক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য *অধিকারকে* এনজিও বিষয়ক ব্যুরো দুই বছরের অনুমতি দেয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উল্লেখিত প্রকল্পের ২য় বর্ষের অনুদানের ৫০% অর্থ ছাড় দেয়নি। ফলে প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অর্থছাড় না পাওয়ার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আটত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ টাকা ব্যাংকে আটকে রয়েছে। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কয়েক দফা উদ্যোগ নেয়া হলেও বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

৮১. *অধিকার* এর সমস্ত হিসাব রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে। ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর সরকারী নিপীড়ন শুরু হলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকারকে* বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। বর্তমানে *অধিকার* এর সমস্ত একাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক স্থগিত করে রেখেছে।

৮২. এই ধরনের প্রতিকুলতার মধ্যেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষা এবং ভিক্টিমএর পক্ষে লড়াই করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও তাঁরা কাজ করে চলেছেন।

---

[১২১] তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[১২১] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।

সুপারিশসমূহ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানিসহ গ্রেফতার অভিযান বন্ধ করতে হবে।

৩. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রনের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৫. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৬. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। রিমান্ডে নির্যাতনের ফলে ছাত্র দল নেতা জাকির হোসেনের মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৮. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৯. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

১০. আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সরকারকে প্রস্তাবিত ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টকে আইনের রূপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

১২. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানী বন্ধের লক্ষ্যে কারখানাগুলোয় যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি করতে হবে। নির্মান শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য বৈষম্যে রোধের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১৩. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুর্বৃত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৪. বাংলাদেশের ওপর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিপত্য বিস্তার করা চলবে না । সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৫. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

১৬. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।